প্রথম আলো

শিশু মতামত জরিপ ২০১৩

শিশুদের শিক্ষার বিষয়ে রাজনীতিকদের যেসব বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া উচিত বলে মনে করে যত শিশু (শতাংশ)

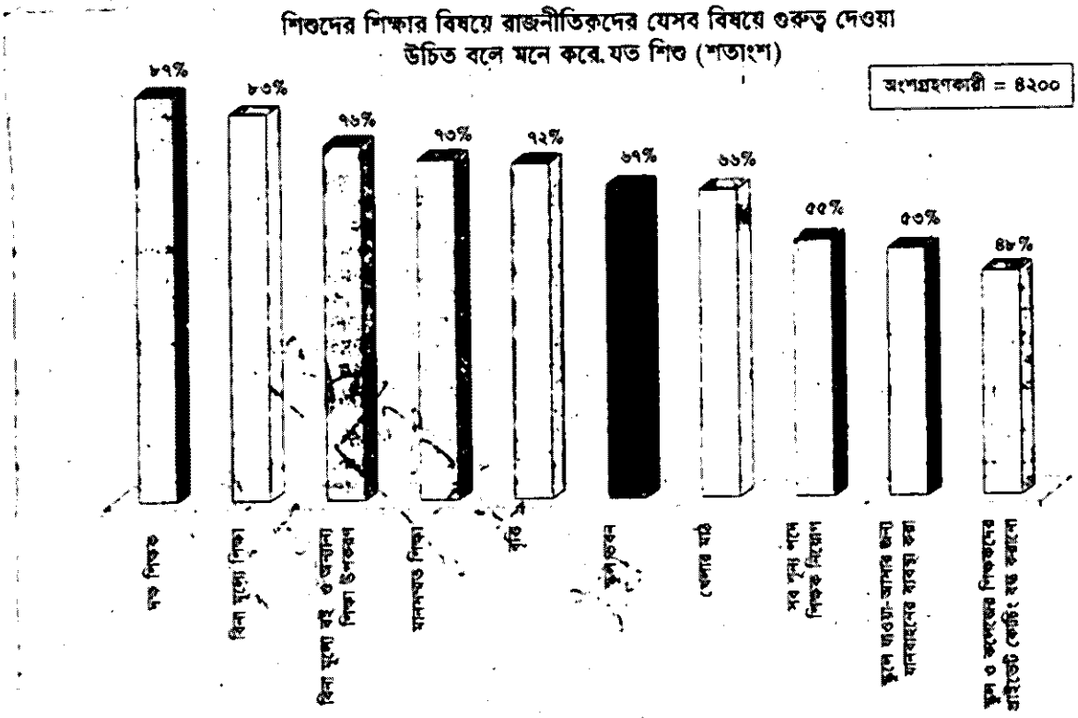

একটি শ্রেণীকক্ষে ১০০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক থাকলে সেই পড়াশোনা কোনো কাজের পড়া হবে না। জরিপে অংশ নেওয়া চা-বাগানের একটি ছেলেশিশু এ মতামত দিয়েছে।

জরিপে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষাসংকট ও শিক্ষাপদ্ধতির উন্নতি নিয়ে বিভিন্ন মতামত দিয়েছে শিশুরা।

শিশুরা আশা করে, শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতারা ভূমিকা রাখতে পারেন। পাশাপাশি বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বিদ্যালয়ের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উন্নয়ন, শিক্ষকের যোগ্যতা, ছাত্র-শিক্ষক সমানুপাত, শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য দূর, শারীরিক শাস্তি বন্ধ—এই বিষয়গুলোতেও রাজনৈতিক নেতারা ভূমিকা রাখতে পারেন। একই সঙ্গে ইভ টিজিং বন্ধ, শিক্ষাবৃত্তি প্রদানসহ অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতারা ভূমিকা রাখতে পারেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুরা আশা করে, তাদের জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রত্যন্ত এলাকায় আরও স্কুল স্থাপন, স্কুলের কাঠামো উন্নয়ন, আরও ভালো যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ, দৈহিক শাস্তিদান বন্ধ, বৃত্তি প্রদান, বিনা মূল্যে শিক্ষা ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহের উদ্যোগ নেবেন রাজনৈতিক নেতারা।

জরিপে দেখা গেছে, দক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজনের বিষয়ে গ্রাম ও শহরের অধিকাংশ শিশুই একই মত দিয়েছে। মানসম্পন্ন ও দক্ষ শিক্ষক প্রয়োজন—এ মতামত দিয়েছে শহরের ৮৯ শতাংশ ও গ্রামের ৮৫ শতাংশ শিশু। বিনা মূল্যে শিক্ষা পাওয়ার সুযোগের কথা বলেছে শহরের ৮৬ শতাংশ ও গ্রামের ৮১ শতাংশ শিশু। বিনা মূল্যে শিক্ষা উপকরণের কথা বলেছে শহরের ৭৯ শতাংশ ও গ্রামের ৭৪ শতাংশ শিশু। মানসম্মত শিক্ষার কথা বলেছে ৭৩ শতাংশ শিশু। শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপবৃত্তি ৭২ শতাংশ, বিদ্যালয় ভবন ৬৭ শতাংশ, খেলার মাঠ ৬৬ শতাংশ ও প্রাইভেট কোচিং বন্ধের কথা বলেছে ৪৮ শতাংশ শিক্ষার্থী।

শারীরিক শাস্তির ব্যাপারে ৮১ শতাংশ শিশুর অভিমত হচ্ছে, শিক্ষকদের শারীরিক শাস্তিদানের বিষয়ে জবাবদিহি থাকতে হবে। অন্যদিকে, শহর ও গ্রামাঞ্চল মিলিয়ে ৭৭ শতাংশ শিশু বলেছে, শারীরিক শাস্তির বিরুদ্ধে আইন বাস্তবায়ন করলে বিদ্যালয়গুলোতে শারীরিক শাস্তি দেওয়ার ঘটনা আর ঘটবে না।

শিশুরা চায় শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ

শিশুদের অনেকে বলেছে, সচ্ছল পরিবার থেকে আসা শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকেরা বেশি মনোযোগী হন। এ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল পরিবারের শিশুদের প্রতি একধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়।

শারীরিক শাস্তির ব্যাপারে শিশুদের মন্তব্য হচ্ছে, শারীরিক শাস্তির কারণে অনেক শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। শিক্ষকদের এ ব্যাপারে আরও সচেতন হতে হবে। পার্বত্য অঞ্চলের শিশুরা শারীরিক শাস্তি বন্ধে কঠোর আইন দাবি করেছে। রাজনৈতিক নেতাদের বিদ্যালয়গুলো পরিদর্শন করা উচিত—এমন মতামত দিয়েছে ৬৫ শতাংশ শিশু।

অনেক শিশু, বিশেষ করে বাংলা মাধ্যমের শিশুরা, প্রাইভেট কোচিং বন্ধের কথা জানিয়েছে। তারা বলেছে, এর কারণে শিক্ষকেরা বিদ্যালয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে পড়ান না। কোচিং-ব্যবস্থা বন্ধে রাজনৈতিক নেতাদের ভূমিকা রাখা প্রয়োজন বলে তারা মনে করে।

মেয়েশিশুরা বিশেষভাবে রাস্তায় যে ধরনের বিপত্তির মুখে পড়ে, সেগুলো নিরসনের কথা বলেছে। কয়েকজন উল্লেখ করেছে, ইভ টিজিং বন্ধে রাজনৈতিক নেতাদের কতটুকু সদিচ্ছা আছে, এ ব্যাপারেই তারা সন্দিহান। তবে এ সমস্যা বন্ধ করতে হলে আইন প্রয়োগ করতে হবে।

শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করার জন্য কিছু উদ্যোগ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে শিশুরা। যেমন: স্কুলে শিশুদের জন্য বিনোদনের ব্যবস্থা নেই। যথেষ্ট পরিমাণে বিনোদনের উপকরণ সরবরাহ করলে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়বে বলে তারা মতামত দিয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের শিশুরা জানিয়েছে, দরিদ্র ও অনাথ শিশুদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা উচিত। তারা বলেছে, বিদ্যালয়গুলোতে পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে।

জরিপে অংশ নেওয়া শিশুদের মতে, সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা বা পিছিয়ে থাকা শিশুদের লেখাপড়ার সুযোগ পাওয়ার জন্য আরও বেশি করে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। আরও বেশি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে শিক্ষার্থীর চাপ কমবে। তখন শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের যত্ন সহকারে পড়াতে পারবেন।

মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা বলেছে, তারা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের সমমান পরীক্ষায় পাস করলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক বিষয়ে ভর্তির সুযোগ পায় না। তারা আশা করে, রাজনৈতিক নেতারা এ ক্ষেত্রে সমনীতি গ্রহণ করলে সব শিশুর জন্য সমান শিক্ষা নিশ্চিত হবে। তাহলে তারাও ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে।

অনলাইনে অংশ নেওয়া শিশুরাও বেশি গুরুত্ব দিয়েছে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের জন্য। এর হার ৪৮ শতাংশ। দ্বিতীয়ত, বিনা মূল্যে শিক্ষার ব্যাপারে মতামত দিয়েছে ৩৯ শতাংশ, বিনা মূল্যে শিক্ষা উপকরণ বিষয়ে মতামত দিয়েছে ৩৫ শতাংশ শিশু। এ ছাড়া মানসম্মত শিক্ষা ৩৫ শতাংশ, শিক্ষাবৃত্তি ৩৩ শতাংশ এবং পর্যাপ্ত খেলার মাঠের কথা বলেছে ৩১ শতাংশ শিক্ষার্থী।

শিশু

রাজনীতিকদের উচিত স্কুলগুলোতে কোচিং-ব্যবস্থা বন্ধ করা
—বাংলা মাধ্যম স্কুলের ছেলেশিশু